নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

২য় বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ৭ জানুয়ারী ২০১১ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা

মোট ইস্যু: ০২ email: jatiodak@gmail.com

সরল মন্তব্য

২৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং-এ সাজেদা চৌধুরী বলেছেন "এখন আমরা চুক্তি বাস্তবায়নের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি। এতোদিন শুধুই আলোচনা হয়েছে এখন আমরা ফলাফলের দিকে এগোচ্ছি। পার্বত্য চুক্তির আলোকে যা যা বাকি আছে তা সরকারের এ মেয়াদেই বাস্তবায়ন করা হবে।" ইউপিডিএফ-এর ইস্যুতে তিনি বলেন, 'আমরা একটাই দেখেছিলাম এই একটার সাথেই ২য় পাতায় দেখুন

লেমুছড়িতে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর সড়ক অবরোধ পালিত

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িতে জমি বেদখলের প্রতিবাদে স্থানীয় এলাকাবাসী ৬ ডিসেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি-রাঙামাটি সড়ক অবরোধ করে। লেমুছড়ি, বদনালা, নোয়া পাড়া ও ২৪ মাইল এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধ কর্মসূচীতে অংশ নেন। ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ অবরোধ চলে। এছাড়া এলাকাবাসী পাহাড়িদের জায়গায় সেটেলারদের অবৈধভাবে তৈরি করা ঘরগুলোও ভেঙে দেয়।

এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ শুরু করলে সকালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক আনিস-উল-হক ভূইয়া এলাকা পরিবর্শনে যান। জায়গার মালিকরা তাদের দলিলপত্র দেখালে জেলা প্রশাসক আইনগত দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে তাদেরকে জানান। এ সময় মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা জেলা প্রশাসকের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

লেমুছড়িতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের জমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি সদরে বিক্ষোভ মিছিল করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। স্বনির্ভর বাজার থেকে বেলা ২:১৫টায় মিছিলটি বের হয়ে খাগড়াছড়ি শহরের দিকে যেতে চাইলে নারিকেল বাগানে পুলিশ মিছিলটি আটকিয়ে দেয়। পরে সেখান থেকে মিছিলটি আবার স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ

লেমুছড়িতে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি শহরে বিক্ষোভ। ছবি: জাতা

অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইকাচিং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা, সহসাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা, পিসিপি খাগড়াছড়ি কলেজ কমিটির সভাপতি বিপুল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা লেমুছড়িতে ২য় পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ: খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সমাবেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১০ দফা দাবিতে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল আহুত দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সমাবেশ হয়েছে।

রাঙামাটি

রাঙামাটির সাপছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সহস্রাধিক ব্যক্তি অংশ নেন। ইউপিডিএফ নেতা জ্ঞান বিকাশ চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটির চট্টগ্রাম শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহাম্মাদ হোসেন খান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা ও ইউপিডিএফ রাঙামাটি অঞ্চলের সংগঠক অলকেশ চাকমা।

অধ্য হোসেন খান পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা একা নন। সমতল অঞ্চলের মেহনতি মানুষ আপনাদের সাথে রয়েছে। তিনি বলেন সারা দেশ আজ ঘুষ ও লুটপাটের রাজত্বে বাস করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

খাগড়াছড়ি

"পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন, সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা প্রদান বন্ধ কর" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১২ ডিসেম্বর ২০১০, সকাল ১১টায় জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল-এর খাগড়াছড়ি অঞ্চলের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল-এর খাগড়াছড়ি অঞ্চলের সংগঠক ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমার সভাপতিত্বে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর বাজার মাঠে (ইউপিডিএফ-এর অফিসের সামনে) অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাহলাচিং মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক থুইচাসিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রিতু চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক মাদ্রী ২য় পাতায় দেখুন

সরকার ও সেনাবাহিনীর বাধার মুখে ইউপিডিএফ এর এক যুগ পূর্তি পালিত

বিশেষ রিপোর্ট:

সরকার ও সেনাবাহিনীর বাধার মুখে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার দৃপ্ত অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর যুগ পূর্তি পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে পার্টির বিভিন্ন ইউনিটসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে পার্টি পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময়, নৌকা মিছিল ও শিশু র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে।

রাঙামাটির মানিকছড়িতে অফিস উদ্বোধনসহ গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী পালন না করার জন্য

ইউপিডিএফ-এর এক যুগ পূর্তিতে নান্যাচরে নৌকা মিছিল। ছবি: জাতা

শেষ মুহূর্তে জেলা ৭ম পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে পাহাড়ি উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ২৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জেলার দিঘীনালায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্প্রসারণের নামে পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, দিঘীনালার ছয়টি মৌজায় ১২ হাজার ৮৪৯ একর জায়গা তথাকথিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য নেয়া হলে হাজার হাজার পাহাড়ি তৎক্ষণাৎ ২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে পিসিপি র‍্যালিতে পুলিশী হামলা: আটক ৪০

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১১ তম কাউন্সিল ও সম্মেলন উপলক্ষে স্বনির্ভর মাঠে আয়োজিত সমাবেশ শেষে মিছিল বের করা হলে পুলিশ তাতে হামলা চালায়। এতে অনেকে আহত হন। এছাড়া পুলিশ খবংপুজ্যায় হানা দিয়ে নারী ও শিশুসহ ৪০ জনকে আটক করে।

সমাবেশে বিভিন্ন উপজেলা থেকে সহস্রাধিক ছাত্র-যুবক যোগ দেন।

সমাবেশ শেষে এক র‍্যালী বের করতে গেলে পুলিশ জেলা পরিষদের সামনে তাদেরকে আটকায়। এতে পুলিশের সাথে র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের উপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে পুলিশ র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের দিকে লক্ষ্য করে তাজা গুলি ছোড়ে। এ সময় সেনাবাহিনীকেও মাঠে ৭ম পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে পিসিপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ পালিত

গত ১৭ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে।

জেলার পানছড়ি, মহালছড়ি, দিঘীনালা, মানিকছড়ি, গুইমারাসহ সকল উপজেলায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সড়ক অবরোধ পালনে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। গত ১৫ ডিসেম্বর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১১তম কাউন্সিল উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে পুলিশী হামলা, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ, গুলিবর্ষণ ও বেপরোয়া ধরপাকড়ের প্রতিবাদ এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পাহাড়ি ২য় পাতায় দেখুন

রুমায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সমাবেশ

বান্দরবানের রুমায় সেনানিবাসের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ৮ নভেম্বর সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পানতোলা মৌজার হেডম্যান নুমদাই ম্রোর সভাপতিত্বে রুমা উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গ্যালেংগা ইউপির ৮ নং ওয়ার্ড মেম্বার মংসাচিং মারমা, হেডম্যান চাম-অউ মারমা ও সেংগু মৌজার রুমাচর পাড়ার কার্বারী ক্যাচিং প্রু মারমা।

"রুমা উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ" এর ব্যানারে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তারা রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানান এবং বলেন, জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা না হলে ডিসি অফিস ঘেরাও সহ বৃহত্তর কর্মসূচী দেয়া হবে।

তারা বলেন, ১৯৭৭ সালে রুমা গ্যারিসন ক্যাম্প সেনানিবাসে উন্নীতকরণের জন্য ৯,৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে ২য় পাতায় দেখুন

লেমুছড়িতে ভূমি বেদখলের

১ম পাতার পর

জমি জবরদখলের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখল বন্ধের দাবি জানান।

মহালছড়ি ভূমি রক্ষা কমিটির বিবৃতি

এদিকে মহালছড়ি ভূমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে শান্তশীল চাকমা ও বিমল চাকমা এক বিবৃতিতে মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা উল্লেখ প্রকাশ করে বলেন, যে সময় সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলছে ঠিক সে সময় এভাবে জোরপূর্বক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল এটাই প্রমাণ করে যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান চায় না এবং এভাবে জোরপূর্বক ভূমি বেদখল করার মাধ্যমে পাহাড়িদের ভূমিহীন করে সরকার কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চিরতরে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করতে চায়।

বিবৃতিতে তারা ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিসমূহ হলো ১। লেমুছড়িতে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ করতে হবে; পাহাড়িদের জমিতে সেটলারদের তোলা অবৈধ ঘরগুলো ভেঙে ফেলতে হবে। ২। জরুরী অবস্থার সময় লেমুছড়িসহ মাইসছড়িতে বেদখলকৃত জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। ৩। ২০০৬ সালে গামারীঢালায় পাহাড়িদের ১০০ একর জমিতে তোলা সেটলারদের ঘরবাড়ি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভেঙে দিতে হবে; সেখান থেকে সেটলারদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। ৪। ভবিষ্যতে আর ভূমি বেদখল হবে না এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ৫। সারনাথ অরণ্য কুটির থেকে সেনা সদস্যদের সরিয়ে নিতে হবে; ধর্মাচারণে বিঘ্ন সৃষ্টি বন্ধ করতে হবে। ৬। এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটলাররা মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িতে সুনীল কান্তি চাকমা, পিতা-মৃত, চন্দ্র কুমার চাকমার রেকর্ডিয় ৩.০০একর সহ মোট ৮ একর এবং রূপন তালুকদার (৪৩) পিতা- জ্ঞানলাল তালুকদারের ৩.০০একর জায়গা বেদখল করে বাড়ি নির্মাণ করে। সকাল ৯টা থেকে ১০০/১৫০ জন সেটলার বাঙালি গিয়ে এ বেদখল কার্যক্রম শুরু করে। মহালছড়ি জোন ও কেঙ্গেলছড়ি সাবজোন থেকে সেনারা উপস্থিত থেকে সেটলারদের সহযোগিতা দেয়। সেটলারদের মধ্যে দু'জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন লেমুছড়ি গ্রামের মো: ওসমান, পিতার নাম রফাতউল শেখ ও মো: আবদুর রশিদ, পিতার নাম বশর ভূঁইয়া।

ইতিপূর্বে দেশে জরুরী অবস্থার সময়ও রূপন তালুকাদেরর প্রায় ৩ একর জায়গা সেটলাররা বেদখল করেছিল। বাকী ৩ একর জায়গাও মাস খানেক আগে সেটলাররা বেদখল করতে চাইলে তিনি একটি মামলা দায়ের করেন। ফলে সে সময় সেটলাররা তার জায়গা বেদখল করতে পারেনি। কিন্তু এরপরও গত ৫ ডিসেম্বর আবারো সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটলাররা উক্ত ৩ একর জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালায়।

মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফুল আরিফের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপালনরত খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো: শফিউল আরিফ এ বিষয়ে মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমাকে বলেন, 'এখানে (ভূমি বেদখলের সাথে) সেনাবাহিনী সরাসরি জড়িত রয়েছে। কাজেই আমার করার মতো কোন অবস্থা নেই।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে

১ম পাতার পর

চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা ও পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা। সমাবেশে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ১ হাজারের অধিক লোক এতে অংশ নেন।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়ন তুলে ধরে বলেন, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাগুলোর উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চলে আসছে। সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণ বলবৎ রেখে সেনাবাহিনী কর্তৃক ধরাপাকড়, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণের মাধ্যমে নিপীড়ন-নির্যাতন জারি রাখা হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, বিভিন্ন বাগান সৃজনের নামে ভূমি বেদখল করে পাহাড়িসেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের ওপরও একইভাবে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগ দিন বদলের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসে বিএনপি জোট সরকারের মতো শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে, ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারের মানুষ হত্যা অব্যাহত রেখেছে, রূপগঞ্জে গুলি চালিয়ে নিরীহ লোককে খুন করেছে।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচারের দাবি জানিয়ে বলেন, '৭১ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ডজনের অধিক গণহত্যার আজো কোন বিচার করা হয়নি।

বক্তারা সভা-সমাবেশের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, সভা সমাবেশ করার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রশাসন তথা সরকার সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রেখে কার্যত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে জাতিগত ও শ্রেণীগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কর্তৃক উত্থাপিত ১০ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি স্বনির্ভর বাজার থেকে শুরু হয়ে শহরের চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে পাহাড়ি

১ম পাতার পর

ভূমিহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন। অপরদিকে, এর ফলে চরম মানবিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বন উজার হওয়ার জন্য সরকারী বন বিভাগকে দায়ি করে বলেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যত বেশী সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠন করা হয়েছে ততবেশী পাহাড়ি মানুষ বন ও ভূমির ওপর তাদের বংশপরাম্পরাগত অধিকার হারিয়েছে ও বন ধ্বংস হয়েছে।

ইউপিডিএফ নেতা দিঘীনালায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্প্রসারণের নামে পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে দলমত ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

রুমায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে

১ম পাতার পর

গ্যালেংগা মৌজায় ২,৪৮০ একর, পান্তলা মৌজায় ৩,৮০০ একর ও সেংগুম মৌজার ৩,২৮০ একর রয়েছে। কিন্তু তৎকালীন ভূমি মন্ত্রণালয় ব্যাপক পরিবেশগত ও অন্যান্য ক্ষতির দিক বিবেচনা করে উক্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন দেয়নি।

কিন্তু সেনাবাহিনী উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৯১ সালে আবার তৎপরতা শুরু করে। সেনাবাহিনীর এম.ই.ও শাখা রুমা গ্যারিসন ক্যাম্পকে সেনানিবাসে উন্নীত করণের ঘোষণা দেয়ার জন্য থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু নির্বাহী কর্মকর্তা ৯,৫৮০ একর এলাকায় ৬৫৫টি পরিবারের ৪,৩১৫ জন পাহাড়ি, ১,৫৬৯.০৬ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ও ৪ হাজার একর বনবিভাগের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মতামত প্রদান করেন। ১৯৮৮ সালে জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যৌথ তদন্তেও অধিগ্রহণের ফলে ব্যাপক ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়।

বিগত জরুরী অবস্থার সময় উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য পুনারায় চেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু জনগণের প্রবল বিরোধীতার কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর দীর্ঘ দিন এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকলেও কয়েক মাস আগে লে. ক. ওয়াসিম বাঘাইহাট থেকে রুমা ক্যান্টনমেন্টে বদলী হলে নতুন করে এই প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। এতে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে পিসিপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক

১ম পাতার পর

ছাত্র পরিষদ এই সড়ক অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলার সকল গাড়ি মালিক সমিতিসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে অংগ্য মারমা বলেন, গত ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ বিনা উস্কানিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের র‍্যালীতে হামলা চালায়। এ সময় র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল, রাবার বুলেট নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী স্বনির্ভর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ব্যাপক ধরপাকড় করে ও নারী ও শিশুসহ গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন চালায়। এছাড়া পুলিশ ৪০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। পরে অধিকাংশকে ছেড়ে দেয়া হলেও ১০ জনকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের ওপর রিমান্ডের নামে নির্যাতন চালানো হয়।

বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করে বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ বানচাল করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী রাতে স্বনির্ভর, খবংপুজ্যা, নারানহিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় টহলের নামে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়।

তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, ইউপিডিএফ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১৪ জন নেতা-কর্মীসহ অজ্ঞাত ৪৫০/৫০০ জন কর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়ার অভিযোগ করেন এবং অবিলম্বে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানান। অন্যথায় ছাত্র সমাজ ও জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

তিনি অবিলম্বে সভা-সমাবেশের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, ১৫ ডিসেম্বর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারপূর্বক আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধ করা, ঐদিন পিসিপি র‍্যালীতে হামলাসহ সাধারণ জনগণ,নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতনের সাথে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো: আনিস-উল হক ভূঁইয়াকে প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।

খাগড়াছড়িতে ৬২তম বিশ্ব

শেষ পাতার পর

সেনাবাহিনী কর্তৃক ভূমি বেদখলের চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির নামে লিজ দেয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার একর জমি বহিরাগতদের দ্বারা বেদখল হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, ভূমি বেদখল বন্ধ করা, নারী নির্যাতনসহ সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা, কল্পনা চাকমা অপহরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল মানবাধিকার লংঘনের বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানান।

সরল মন্তব্য

১ম পাতার পর

(সন্তু লারমাকে দেখিয়ে) চুক্তি করেছিলাম। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে নতুন গজিয়ে উঠা সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।' [সুপ্রভাত বাংলাদেশ]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সাজেদা চৌধুরী এবার নিজে স্বীকার করলেন এতদিন কেবল আলোচনা হয়েছে, অর্থাৎ লম্বা লম্বা কথা হয়েছে, বাক্য বিস্তার হয়েছে, কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ হয়নি। তিনি বলছেন, এবার কাজ হবে। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। তবে চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে পৌঁছার কথা শুনে খটকা লাগছে। কারণ সবাই জানেন চুক্তির অনেক বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত। তার নিজ ভাষ্যমতে এতদিন কেবল মাত্র আলোচনা হওয়ার পরও কখন ও কিভাবে তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছলেন, তা জানালে ভালো করতেন। তার কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। আসলে সাজেদা চৌধুরী কি তার বক্তব্যে প্রকারান্তরে পার্বত্য চুক্তিকে ডেড বা মৃত ঘোষণা করলেন?

সবার সম্মুখে সন্তু লারমাকে দেখিয়ে সাজেদা চৌধুরী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তারা (আওয়ামী লীগ সরকার) একটাই (জনসংহতি সমিতিকে) দেখেছিলেন, এই একটার (সন্তু লারমা) সাথেই তারা চুক্তি করেছেন। এটা তো অতি সত্য কথা। অথচ উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত 'অলিখিত চুক্তির' কথা স্মরণ করে সন্তু লারমা সময়ে সময়ে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠলেও সে ব্যাপারে সাজেদা চৌধুরী কিছুই বলেন নি, আর সন্তু বাবুও রহস্যজনক নিরবতা পালন করেছেন। দাদার (সন্তু লারমা) মানা করার কারণে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার স্থগিত করেছে বলে গত ৯ আগস্ট ঢাকায় এক 'আদিবাসী' অনুষ্ঠানে সাজেদা চৌধুরী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিষয়েও সন্তু লারমা মুখ খোলেন নি।

"চুক্তি বাস্তবায়ন হলে 'নতুন গজিয়ে উঠা সবকিছু বিলীন' হয়ে যাবে" বলে যদি সাজেদা চৌধুরীরা এতটাই নিশ্চিত হন, তাহলে এই 'নতুন গজিয়ে ওঠাদের' ধ্বংসে করার জন্য সরকার দ্রুত চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না কেন? কেন ভিন্ন পন্থা নিচ্ছে? যেমন 'নতুনদের' মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বেপরোয়া ধরপাকড়, ঐ নতুন দলের নেতা-কর্মীদের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আর 'নতুন গজিয়ে ওঠা সবকিছুর' ওপর সরকার এত নাখোশ কেন? কেন নতুনদের বিলীন করতে এত মরিয়া? সরকারের দুর্বলতা, ভাওতাবাজি, চালাকি ও প্রতারণা নতুনরা উন্মোচন করে দেয় বলে কি? জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়াটাই কি সরকারের চোখে নতুনদের অপরাধ? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে সে ধরনের অপরাধ করতে নতুনদের এগিয়ে আসা উচিত। তা না হলে জাতির ভাগ্য পরিবর্তিত হবে না।

সন্তু সন্ত্রাসী কর্তৃক দু' মাসে ১৩ ব্যক্তি অপহৃত

জাতীয় ডাক ডেস্ক:

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক কমপক্ষে ১৫ ব্যক্তি অপহরণের শিকার হয়েছেন। অপহরণের ঘটনাগুলো ঘটেছে রাঙামাটি জেলায়। অপহৃতদের প্রায় সকলেই মারধরের শিকার হয়েছেন। মুক্তিপণ আদায়ই ছিল এসব অপহরণের মূল লক্ষ্য।

জুরাছড়ি

জুরাছড়িতে অপহৃত হয়েছেন ৬ জন। এদের সবার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

গত ১২ নভেম্বর ভোর আনুমানিক ৬টায় লুলংছড়ি গ্রাম (পশ্চিম পাড়া) থেকে ইউপিডিএফ এর দুই সমর্থককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়। অপহৃতরা হলেন ১ নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন মেম্বার চিগোন মরত চাকমা, ৪৫, পিতার নাম কালী চরণ চাকমা ও প্রতিময় চাকমা, ৩৮, পিতার নাম ভারত বর্ষ চাকমা।

সন্তু গ্রুপের প্রমেশ চাকমার নেতৃত্বে ১০ - ১২ জন সশস্ত্র সদস্য উক্ত দুই গ্রামবাসীকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। অপহরণকালে ত্রাস সৃষ্টির জন্য তারা বন্দুক থেকে ৪টি ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে।

একই দিন সকাল ১০টায় সন্তু লারমা গ্রুপের প্রমেশ চাকমা ও তুফান চাকমার নেতৃত্বে ১০ - ১২ জনের একটি সশস্ত্র দল ইউপিডিএফ-কে সমর্থন ও সহযোগিতা করার কারণে জুরাছড়ি উপজেলার জাম্বুরাছড়ি গ্রামে এক ব্যক্তিকে বেদম মারধর করে। প্রহৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন চাকমা (৩৭) পিতার নাম দয়া মোহন চাকমা। শারীরিক নির্যাতনের ফলে জখম হলে তাকে বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা নিতে হয়।

এছাড়া সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। এ ঘটনা মিডিয়ায় জানানো হলে এবং এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলে তার পরিণতি এর চেয়ে ভয়াবহ হবে বলে তারা হুমকি দেয়।

গত ১০ ডিসেম্বর সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য শুভরাজ চাকমাকে (৬০) অপহরণ করে। ১৩ ডিসেম্বর নগদ ৫০ হাজার টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ছেড়ে দেয়ার পরও তাকে গ্রামে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।

শুভরাজ চাকমার হলেন কান্দেবছড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দুমদুম্যা ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য এবং একই ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান রাজিয়া চাকমার চাচাতো ভাই।

১৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে (বা ১৮ ডিসেম্বর সকাল ২:৩০টা) জনসংহতি সংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি ইউনিয়নের ডানে জুরাছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তিন ইউপিডিএফ সমর্থককে অপহরণ করে।

অপহৃতরা হলেন জ্ঞানেন্দু চাকমা (৩৫) পিতার নাম বরুণ চন্দ্র চাকমা, পাথর মুনি চাকমা (৩৫) পিতার নাম ইন্দ্র লক্ষ্য চাকমা ও কিনা চান চাকমা (১৯) পিতার নাম লেপ্যা চাকমা।

রাঙামাটি সদর

গত ৮ ডিসেম্বর বেলা ২:৩০টার সময় রাঙামাটি জেলা সদরের বনরূপা বোটঘাট থেকে জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর কলেজ শাখার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক কমতলী গ্রামের হেলেন চাকমাকে (২২) অপহরণ করে। এ সময় তিনি রাঙামাটিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। অপহরণের পর হেলেন চাকমাকে ২নং মগবান ইউনিয়নের গলাছড়ি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে মারধার করা হয়।

তিন দিন আটক রাখার পর সন্ত্রাসীরা তকে গত ১১ ডিসেম্বর ৫ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়।

সন্তু গ্রুপের সদস্যরা গত ১৩ ডিসেম্বর রাঙামাটির বনরূপা বাজার থেকে ইউপিডিএফ-এর প্রাক্তন সদস্য উষায়ন চাকমাকে (২৬) অপহরণ করে। উষায়ন চাকমার বাড়ি বরকল উপজেলার শুভলং ইউনিয়নের পানছড়ি গ্রামে। তার পিতার নাম অরুণ জয় চাকমা। তিনি ব্যক্তিগত কাজে ঐদিন রাঙামাটি এসেছিলেন।

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে গিয়ে অপহরণের শিকার

রাঙামাটি রাজ বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে অরুণ চাকমা (২৪) নামে এক নিরীহ যুবক জেএসএস এর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণের শিকার হন। দুই দিন ধরে অমানুষিক নির্যাতনের পর নগদ পনের হাজার টাকা মুক্তি পণ আদায় পূর্বক তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

রাঙামাটি রাজ বন বিহারে দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ২০১০। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হাজার হাজার ধর্মানুরাগী নর-নারী বৌদ্ধদের এই শ্রেষ্ঠ দানানুষ্ঠানে যোগদান করতে বন বিহারে আসেন। কাউখালি উপজেলার ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ডবাকাবা গ্রাম থেকেও অরুণ চাকমা পিতা কবিন জয় চাকমা অন্যান্য পুণ্যার্থীর মত উক্ত দানানুষ্ঠানে অংশ নেন। সেদিন তিনি অপর ৩ জন নিজ গ্রামের সহসঙ্গীর সাথে কল্যাণপুরের এক আত্মীয়ের বাসায় রাতের খানা খাওয়ার পর রাত ৮ টার দিকে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য বাসা ছেড়ে যখন রাস্তায় বের হন তখন সন্তু গ্রুপের ৫/৬ জন সন্ত্রাসী তাকে ঝাপটে ধরে। দুই জন দুই পাশ থেকে অরুণ চাকমার দুই গালে দুইটি পিস্তল তাক করে বলে, "বন্দুকের গন্ধ পাও তো? পালাবার চেষ্টা কর না। বরবাদ যাবে।"

এরপর তাকে গাড়িতে তুলে প্রথমে রাঙাপান্যায় ও পরে টেম্পু বোট যোগে বড়াদাম এলাকায় নেয়া হয়। সেখানে তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটানোসহ অমানবিক নির্যাতন করা হয়। হাতে, পায়ে, গলায়, কোমরে বেঁধে রাখা হয় বড় বড় শিকল দিয়ে। তিনি নাকি ইউপিডিএফকে সাহায্য সহযোগিতা করেন, এই হচ্ছে তার অপরাধ। ২০ নভেম্বর ডবাকাবা গ্রামের মুরুব্বিরা নগদ ১৫ হাজার টাকা মুক্তি পণ দিয়ে অরুণ চাকমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এই সন্ত্রাসি কাজে নেতৃত্ব দেয় জগৎ নামে সন্তু গ্রুপের এক জন সশস্ত্র ক্যাডার। সে প্রায়ই দম্ভ করে বলে থাকে, 'আমার নাম জগৎ, ঘটনা ঘটাই নগদ'।

উল্লেখ্য যে, অরুণ চাকমার সাথে একই গ্রামের ভুখেজ্যা চাকমা নামে আরো এক জন পূণ্যার্থী ছিলেন। সন্তু সন্ত্রাসীরা অরুণ চাকমাকে ধরার সময় তার দেহও তল্লাশি করে। তার কাছে মূল্যবান কোন কিছু না পেয়ে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলে, "এই মগদা পোড়া কপাল্যার ইক্কুয্য টেঙায়া নেই। যা মগদা মুআ।" (এই কপালপোড়ার একটা টাকাও নেই। যাও হারামজাদা।)

অরুণ চাকমা একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তার মত এক জন নীরিহ পূণ্যার্থীকে এভাবে অপহরণ করে মুক্তি পণ আদায় করায় এলাকায় সন্তু চক্রের প্রতি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাপ্তাইয়ে ইউপিডিএফ-এর সমর্থক অপহৃত, পরে মুক্তি লাভ

গত ৩ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের এক দল সশস্ত্র সদস্য রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম থেকে ইউপিডিএফ সমর্থক শান্তি বাবু খিয়াং-কে (৩৫) অপহরণ করে। পরে দুই লক্ষ টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে গত ৬ ডিসেম্বর ছেড়ে দেয়া হয়।

ঘটনার দিন তিনি ব্যক্তিগত কাজে চট্টগ্রাম থেকে কাপ্তাই গিয়েছিলেন। অপহরণের সময় প্রথমে ৬/৭ জন সাদা পোষাক পরিহিত জেএসএস সদস্য তাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে একটি সশস্ত্র গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করে। সশস্ত্র দলে মোট ১৫-১৬ জন ছিল। তাকে সন্ত্রাসীরা কিলঘুষি দেয় ও দিনরাত ২৪ ঘন্টা বেঁধে রাখে। জেএসএস সন্তু গ্রুপ অধ্যুষিত বারবুনিয়া নামক এলাকায় তাকে আটকিয়ে রাখা হয়।

সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে তার স্ত্রী রীতা চাকমা ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

দুই সন্তানের জনক শান্তি বাবু খিয়াং এর আদি নিবাস বান্দরবানের রোয়াংছড়ি। বান্দরবান সদরে তার বাসাবাড়ি রয়েছে। তবে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য তিনি বর্তমানে চট্টগ্রামে ভাড়া বাসায় থাকেন।

শান্তি বাবু পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খিয়াং জনগোষ্ঠির সদস্য ও ইউপিডিএফ-এর সমর্থক। গত ২৯ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত "পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়ন বিরোধী জাতীয় কনভেনশনে" তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইউপিডিএফ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন।

বিলাইছড়িতে ইউপি মেম্বার অপহৃত

বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কাঙারাছড়ি ইউনিয়নের মেম্বার সুগন্ধী ভূষণ চাকমা (৪৮) অপহৃত হন। বিপুল চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের ৭-৮ জন সশস্ত্র সদস্য কেরেঙছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গত ৮ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। তার বাড়ি বিলাইছড়ি সদর থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দূরে। পরে তিনি জিম্মি অবস্থা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাকে সন্ত্রাসীদেরকে ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়।

এছাড়া সন্ত্রাসীরা একই সময়ে ধুপচর ও শালবন থেকে লোকজনের ১০টি মোবাইল সেট কেড়ে নিয়ে যায়।

সাজেকে দুই ব্যক্তি অপহৃত

১। প্রীতি কুসুম চাকমা

গত ১৫ ডিসেম্বর জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা মাজলং এর ৮ নং প্লান্টেশন গ্রাম থেকে প্রীতি কুসুম চাকমা (২৬) নামে ইউপিডিএফ-র এক সদস্যকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। তার পিতার নাম তরণী সেন চাকমা। বাড়ি বঙ্গলতলী ইউনিয়নের বাঘে হাটের চামিনী ছড়া গ্রামে।

প্রীতি কুসুম চাকমা সাংগঠনিক কাজে গিয়ে ঐ দিন ভোর সকালে সাজেক ইউনিয়নের ৮ নং প্লান্টেশন গ্রামে সরকারী রাস্তায় মর্নিং ওয়াক করছিলেন। এ সময় হঠাৎ সন্তু গ্রুপের ১৯ জনের একটি দল তার সামনে এসে পড়ে। তারা কোন কথা না বলে প্রীতি কুসুম চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। তুয়াছড়ি, উজ্জাংছড়ি, চিল্যাতলী, মাজলং ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়ে তারা তাকে ১৮ ডিসেম্বর শিজকের মজর এলাকায় নিয়ে যায় এবং ২২ ডিসেম্বর সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুক্তিপণ হিসাবে মোট ৩ লক্ষ টাকা দাবী করে।

সশস্ত্র ঐ দলের নেতৃত্ব দেয় চিনু মারমা ও চাগলুক্যা চাকমা নামে জেএসএস (সন্তু) গ্রুপের দুই জঙ্গি। চিনু মারমার বাড়ি কাউখালি আর চাগলুক্যার বাড়ি বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের কাট্টলী গ্রামে। অসৎ চরিত্রের কারণে তারা উভয়েই এলাকা থেকে বিতাড়িত।

২। খুলা মনি চাকমা

গত ১৮ ডিসেম্বর বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩৬ নং সাজেক ইউনিয়নের ৮ নং প্লান্টেশনের কার্বারী খুলা মনি চাকমাকে সন্তু চক্রের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বেদম মারধর করে নদীর ধারে ফেলে রেখে চলে যায়।

জানা যায়, ঐদিন বিকেল বেলায় চিনু মারমার নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ১৯ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মাজলং এর ৮ নং প্লান্টেশন গ্রামে এসে পড়ে। তারা গ্রামবাসিদেরকে দ্রুত ভাত রেডি করে দিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু গ্রামবাসিদের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। কারোর বাড়িতে বাড়তি চাল ছিল না। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে খানা তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশে যেন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত এসে পড়ে। কিন্তু নির্দেশ মত কাজ না করলেও মহা বিপদ। গ্রামবাসিদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা বিবেচনা করে গ্রামের একমাত্র মুরুব্বি খুলা মনি কার্বারী নিজেই নিকটস্থ দোকান থেকে চাল, ডাল, মরিচ, লবন, তরিতরকারি যা প্রয়োজন সব কিনে নিয়ে সন্ত্রাসীদের খাওয়ান। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সন্ত্রাসিরা এর প্রতিদান হিসেবে অস্ত্রের মুখে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারা তাকে শিজক পাড়ে নিয়ে বেদম মারধর করে। অতিরিক্ত নির্মম মারধরের ফলে খুলা মনি কার্বারি অজ্ঞান হয়ে পড়লে চিনুরা তাকে শিজক নদীর পাড়ে বেহুশ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। পরে শিজক রিজার্ভ ফরেস্টে বাঁশ কাটতে যাওয়া কাঠুন্যারা ঘটনা জানতে পেরে গ্রামে খবর দিলে গ্রামবাসীরা এসে খুলা মনি কার্বারীকে অর্ধ চেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। জরুরী চিকিৎসা দিয়ে তাকে কোন রকম ছাড়িয়ে তোলা হয়। ইউপিডিএফকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার অভিযোগে খুলা মনি কার্বারীকে সন্ত্রাসিরা তাকে এভাবে নির্মম মারধর করে।

যার ভাত নুন খেয়ে উদর পূর্তি তাকে অপহরণ করে নিয়ে নির্দয় মারধর করা একমাত্র সন্তু সন্ত্রাসীদের পক্ষেই সম্ভব।

সন্তু লারমার ঐ সন্ত্রাসী গ্রুপটি গত ১৫ ডিসেম্বরও উক্ত ৮ নং প্লান্টেশন গ্রাম থেকে ১৫ হাজার টাকা জোর করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা এক ঘন্টার মধ্যে ঐ ১৫ হাজার টাকা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সন্ত্রাসী গ্রুপটি ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চলের তুয়াছড়ি ও উজ্জাংছড়ি এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা ঐ দুই দিনে বাঁশ ব্যবসায়ী এবং এলাকার লোকজনের কাছ থেকে নগদ মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে রাজস্থলীতে ইউপি মেম্বার খুন

রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় ২ নং গাইন্দ্যা ইউপির ৬ নং ওয়ার্ড মেম্বার সুগন্ধী তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। গত ১৮ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

সন্তু গ্রুপের সদস্য প্রমেশ চাকমা, পুলুখই মারমা, সুইলাময় মারমা ও থুইলা অং মারমা (প্রথম জন বাদে বাকিদের বাড়ি বাঙালহালিয়া গ্রামে) আরাছড়ি মুখ পাড়ায় নিজ বাড়িতে সুগন্ধী তঞ্চঙ্গ্যাকে খুন করে। এ সময় তিনি রাতের খাবার শেষে ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

সন্ত্রাসীরা তাকে ঘর থেকে ডেকে বাইরে উঠোনে নিয়ে যাওয়া মাত্রই গুলি করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তারা চলে যায়। সুগন্ধী তঞ্চঙ্গ্যা ইউপিডিএফ-এর একজন সমর্থক, তার পিতার নাম সুরঞ্জয় চাকমা।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তিদেব চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে খুনী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

তিনি বলেন, যতদিন সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে রাখা হবে ততদিন পাহাড়ি শান্তি আসবে না। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির স্বার্থে সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণ এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কেলেংকারীর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

২য় বর্ষ ‖ ১ম সংখ্যা ‖ ৭ জানুয়ারী ২০১১ ‖ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

২য় বর্ষ ‖ ১ম সংখ্যা ‖ ৭ জানুয়ারী ২০১১

লেমুছড়িতে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ির লেমুছড়িতে আবার নতুন করে ভূমি বেদখলের অপচেষ্টা করা হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর জওয়ানরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লেমুছড়ি এলাকাবাসীদের অবরুদ্ধ করে রাখে। সে সুযোগে সেটলাররা পরিকল্পিতভাবে পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত জমি দখলে নিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। সেনা জওয়ানদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকার কারণে পাহাড়িরা সেদিন বেদখলকারীদের বাধা দিতে কিংবা কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারে নি। কিন্তু পরদিন ভোর বেলায় স্থানীয় জনতা সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিক্ষুব্ধ জনতা ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি - রাঙামাটি সড়ক অবরোধ করে এবং এক পর্যায়ে সেটলারদের নির্মিত ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়। এতে প্রশাসনের টনক নড়ে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক লেমুছড়ি গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় জমির মালিকরা তাকে মালিকানার কাগজপত্র দেখানোর পরও তিনি বেদখলকারী সেটলারদের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন।

উল্লেখ্য, গত জরুরী অবস্থার সময় মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটলাররা শত শত একর জমি জবরদখল করে নেয়। যা পাহাড়ি মালিকরা এখনো ফিরে পায়নি। বর্তমান সরকারের আমলেও সে সব জমি ফিরিয়ে দেয়ার কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু নতুন করে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। লেমুছড়ির সাম্প্রতিক এ ঘটনা তারই প্রমাণ। অপরদিকে, ভূমি কমিশন তথা সরকারের কার্যক্রম দেখে জনগণ হতাশ। এই কমিশনকে নিয়ে সরকার যেভাবে খেলছে তাতে এর মাধ্যমে হৃত জমি ফিরে পাওয়ার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি'কে নপুংসক ছাড়া কী-ই বা বলা যায়! এরা কেবল সরকারের 'উন্নয়নের' ঢোল পেটাতে ও নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। জনগণের পক্ষ হয়ে সংসদের ভেতরে কিংবা বাইরে একটা কথাও বলেন না, বলতেও পারেন না। কারণ তারা তো আওয়ামী লীগ সরকারের খুঁটির সাথে বাঁধা। অবশ্য তারা বিএনপির টিকিটে নির্বাচিত হলেও কিছু পারতেন না, যেমন পেল চার দলীয় জোট সরকারের আমলে মনি স্বপন দেওয়ান পারেন নি। কারণ জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যই আওয়ামী লীগ বিএনপি'র পাল্লা ভারি করেন।

এ অবস্থায় জনগণের কর্তব্য কী? জনগণের সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে, আর তা হলো সংগ্রাম করা, প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেখানে জনগণ সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, সেখানেই কেবল ভূমি বেদখল রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আর যেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি বা দুর্বল, সেখানে বেদখলকারীরা সফল হয়েছে। অপশক্তি যতই শক্তিশালী হোক, যতই তারা হম্বিতম্বি করুক, জনগণের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য। সাধনাটিলা, সাজেক, মানিকছড়ি ইত্যাদি এলাকায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজেই ভূমি বেদখল রোধে ও বেদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে কারো মুখপানে চেয়ে না থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণকে সর্বাগ্রে নিজেদের-ই তৎপর হতে হবে। নিজেদের উদ্যোগ ও শক্তির ওপর নির্ভর করে আন্দোলনে নামতে হবে। মহামতি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা হলো "আত্ম দীপো, আত্ম শরণো"। নিজের মুক্তির জন্য নিজের ওপরই নির্ভর করতে হবে। বুদ্ধ কেবল মাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারেন, নিজের মুক্তি অর্জন করতে হয় নিজেকেই।

ক্ষমতায় মহাজোট সরকারের দু' বছর : দিন বদলের প্রতিশ্রুতি প্রহসনে পরিণত

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতার মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ করলো। ২০০৮সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী সরকার শপথ নেয়। এ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল অনেক। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে যে পাঁচটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুত ও জ্বালানী খাতের উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দু'বছর পরও সে সব প্রতিশ্রুতি ও অগ্রাধিকার কাগজেই সীমাবদ্ধ আছে। দিন বদলের অঙ্গীকার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গালভরা শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, ক্রসফায়ারের নামে নির্বিচার নরহত্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ, ঢাকার নাগরিক জীবনের দুর্ভোগ-- ইত্যাদি বর্তমানে দেশের সাধারণ চিত্র। জরুরী অবস্থার আগে রাজনীতির যে দৃশ্যপট, তার সাথে বর্তমান অবস্থার খুব একটা পার্থক্য নেই। সরকার ও বিরোধী দলের চরিত্র ও আচরণ আগের মতোই রয়েছে। এর নেট ফলাফল যে জনগণের জন্য শুভ নয়, তা সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তার বাস্তবায়নেরও কোন লক্ষণ নেই। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.১ ও ১৮.২ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু জাতিগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে: "ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।"

সরকারের দু' বছর পূর্তিতে আমরা তাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একই সাথে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আওয়ামী লীগসহ শোষক শ্রেণীর দলগুলোর চরিত্রই হচ্ছে প্রতারণা করা। এ দলসমূহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল না হয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত বিষয় আদায় করতে নিজেদেরকেই সব সময় তৎপর থাকতে হয়। তাই ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হলে বা অর্জিত অধিকার ধরে রাখতে হলে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের বিকল্প নেই।

পার্বত্য জনগণের সাথে সরকারের লুকোচুরি খেলা

অনন্ত মারমা

গত ২৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ১৩ বছরে এই কমিটির বৈঠক যদি মাত্র ৩ বার হয় অর্থাৎ গড়ে প্রায় সাড়ে চার বছরে এক বার, তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের হাল কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এ সব বৈঠক লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের মনে জমে থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করার জন্যই মাঝে মধ্যে এ ধরনের বৈঠক-বৈঠক প্রহসন করা হয়ে থাকে। এখানে কাজের কোন কিছু আলোচনা হতে দেখা যায় না। এবারের বৈঠকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই একই পুরোনো বিষয় নিয়ে জাবর কাটা হয়েছে, নতুন কিছুই আলোচনা হয় নি। ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আবার নতুন করে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ জাদুকরের মতো ভেলকিবাজি দিয়ে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পরদিন সব পত্রিকা গুরুত্বসহকারে বৈঠকের খবর দিয়েছে। একটি পত্রিকা লিখছে, "সভা সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি একমত হলেও কীভাবে হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন, কমিশন চেয়ারম্যানের 'বিতর্কিত কার্যক্রম' ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলে। সাজেদা চৌধুরী এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা একমত হতে না পারায় এক পর্যায়ে সাজেদা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের আগামী অধিবেশনে পার্বত্য চুক্তির আইনগত বিষয়গুলোর ত্রুটি দূর করা এবং পার্বত্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রম স্থগিত রাখার সম্মতি দিলে সভায় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়।"

এখানে চুক্তি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষের একমত হওয়ার বিষয়টি কোন তথ্য নয়, কিন্তু কীভাবে বাস্তবায়ন হবে তা নিয়ে মতভেদ যদি থাকে, তাহলে বিষয়টি গুরুতর। এর মাধ্যমে এই ইঙ্গিতই ব্যক্ত হয় যে, যে কোন একটি পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে গড়িমসি করছে। যেহেতু জেএসএস চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট তার পক্ষের দায়-দায়িত্ব বোকার মতো বহু আগেই পালন করেছে, সেহেতু গড়িমসির ব্যাপারটা সরকারের ঘাড়েই পড়ে। বাস্তবেও দেখা যায়, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বড় অভাব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত রিপোর্ট মতে, বৈঠকে আলোচনা মূলতঃ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন-- সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে মোটেই আলোচনা হয়নি। অথচ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার কোন দরকারই ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে রাঙামাটিতে এক সভায় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। অথচ পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভূমি কমিশন নিয়ে আলোচনা করে বৈঠকের সময় পার করে দেয়া যায় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাতে চাপা পড়ে যায় কিংবা এজেন্ডা থেকে হারিয়ে যায়।

আসলে ভূমি কমিশনের শুনানী শুরু করার তারিখ ঘোষণা, সাজেদা চৌধুরীর সেই শুনানী উদ্বোধনের সিডিউল, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকের দিন ক্ষণ ও স্থান নির্ধারণ -- এগুলো সবই সাজানো। একটি পুরো নাটকের খণ্ড খণ্ড চিত্র। পর্দার আড়াল থেকে কেউ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা বেশ স্পষ্ট। এই অদৃশ্য মহলটির লেখা চিত্রনাট্য অনুযায়ী সাজেদা চৌধুরী, ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম ও সন্তু লারমাসহ অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্ররা যার যার অভিনয় করে গেছেন মাত্র।

প্রথমে বৈঠকের তারিখ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ২৬ ডিসেম্বর। এই তারিখ বেছে নেয়ার পেছনেও ছিল সরকারের হীনউদ্দেশ্য। কারণ ঐদিন ছিল ইউপিডিএফ'এর প্রতিষ্ঠার একযুগ পূর্তি। সরকার-প্রশাসনের তরফ থেকে ইউপিডিএফ-এর অনুষ্ঠান আয়োজনে বিধি-নিষেধ জারি করা সত্ত্বেও তা কার্যকর হবে কিনা সে নিয়ে তাদের মধ্যে সংশয় ছিল। সে কারণে সরকার-প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে ইউপিডিএফ-এর যুগ পূর্তি অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে বাড়তি পদক্ষেপ হিসেবে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকের উছিলায় সাজেদা-সন্তু'কে সামনে এনেছিল।

আর ২৭ ডিসেম্বর ভূমি কমিশনের শুনানীর দিন ধার্য করার পেছনেও ছিল একই মতলব। তথাকথিত শুনানীর আসল উদ্দেশ্য এমন একটা ঘোল পাকানো যাতে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক ঠিকই হবে, কিন্তু ঐ শুনানী নিয়ে আলোচনা করতেই যেন সময় চলে যায়। যাতে শুনানী বন্ধ করতেই হিমসিম খেতে হয় এবং সন্তু বাবুরা শুনানী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত পেয়ে মেকি বিজয়ের ভাব নিয়ে বৈঠক থেকে ফিরে গিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন।

বৈঠক শেষে দেখা গেল, যারা 'বৈঠক' নামক নাটকটি লিখেছেন ও মঞ্চস্থ করালেন তারা কত দক্ষ, আর সাজেদা চৌধুরী ও খাদেমুল ইসলাম কত পাকা অভিনেতা। প্রম্পটারের ইশারায় সন্তু লারমাও বেশ অভিনয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাঙালি ব্যবসায়ীরা কীভাবে নিরীহ পাহাড়িদের ঠকিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করতো সে সম্পর্কে ক্যাপ্টেন লুইন-এর এ্যা ফ্লাই অন দ্যা হুইল বইয়ে একটা বর্ণনা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন:

"কোন পাহাড়ির ফসল হানি হলে অথবা মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার দরকার হলে তিনি বাঙালি মহাজনের কাছ থেকে বিশ কি ত্রিশ টাকা ধার করতেন। এই টাকা তাকে মাসিক পাঁচ টাকা বা বছরে ষাট টাকা সুদে আগ্রহের সাথে দেয়া হতো। পাহাড়ি মানুষরা সৎ, তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ঋণের পুরো আসল টাকা শোধ করার অর্থ যোগাড় না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ভারী সুদ শোধ করে চলতো।

'তার পর কি হতো? আমি সাধারণ একটি ঘটনার বর্ণনা দেবো। পাহাড়ি লোকটি তার টাকা শোধ করে। "বন্ধু, খুব ভালো করেছো।" সুদখোর বলে। "এই দেখো, আমি তোমার ঋণের দলিল নষ্ট করছি।" এই বলে সে একটি পুরাতন ঋণের দলিল ছিঁড়ে ফেলতো, তবে পাহাড়ি লোকটির দলিল নয়। গরীব পাহাড়ি লোকটি পড়তে কিংবা লিখতে পারে না। সে এই খুশীতে বাড়ি চলে যেতো যে সে তার ঋণ শোধ করে ফেলেছে এবং সে আবার মুক্ত মানুষ হয়েছে।

'মহাজন সময়ের অপেক্ষায় থাকে। তারপর সে ঐ ঋণের দলিলপত্র নিয়ে কোর্টে হাজির হয় এবং ওই পাহাড়ি লোকটির বিরুদ্ধে, যার নাম ধরা যাক নীল চন্দ্র, তার বিরুদ্ধে একটি ঋণ মামলা রুজু করে দেয় চক্রবৃদ্ধি সুদে নেয়া ঋণের টাকা ও মামলার খরচের টাকা উসুলের জন্য। তারপর কোর্টে হাজির হয়ে তার বক্তব্য দেয়ার জন্য ওই নীল চন্দ্রের বিরুদ্ধে যথারীতি সমন জারি করা হয়।

'শুনানির জন্য ধার্যকৃত দিনে মহাজন ওত পেতে থাকে কখন নীল চন্দ্র তার নৌকায় করে আসবে। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে দ্রুত তার সাথে দেখা করে উদ্বিগ্ন মুখে ও কণ্ঠস্বরে সে বলে: "বন্ধু, আমি সাংঘাতিকভাবে দুঃখিত যে একটা মাত্র ভুলের ৫ম পাতায় দেখুন

কুতুকছড়িতে নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতারের নিন্দা

[illegible]

বাঘাইছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ির জায়গা বেদখলের চেষ্টা

[illegible]

[illegible]

সন্তু লারমার খাগড়াছড়িতে আগমনের প্রতিবাদে ঝাড়ু মিছিল অনুষ্ঠিত

[illegible]

সেনারা দিঘীনালায় সাধনাটিলা বিহারের ইট সরিয়ে নিয়েছে

[illegible]

পানছড়িতে সেনা কর্তৃক এক ব্যক্তি মারধরের শিকার

[illegible]

১৭তম নান্যাচর গণহত্যা দিবস উপলক্ষে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

[illegible]

মাটিরাঙ্গায় এক পাহাড়ি কিশোরীকে হত্যা, লাশ উদ্ধার

[illegible]

রাঙামাটিতে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলার নিন্দা

[illegible]

পার্বত্য জনগণের সাথে সরকারের

[illegible]

জাতীয় ডাক

'আদিবাসি নিপীড়নকে শ্রেণী সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না'

বান্দরবানের রুমায় জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠিত

দিঘিনালায় খাগড়াছড়ি ও সাজেকে কমিটি গঠিত

সাজেকে যুব ফোরামের কমিটি গঠিত

সরকার ও সেনাবাহিনীর বাগড়ায় ডুবে

১২ পাতার পর

প্রশাসন থেকে এক নির্দেশ জারী করা হয়। সেনা কনভয়ে চকলে থেকে ফালিয়াছড়ি ও কুতুবদিয়ায় অভিযান চলে, অভিযোগ রয়েছে সীমা নিয়ে আগে সোনাকান্দাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফালিয়াছড়ি গ্রামে ও আশপাশে লাগাতার গুলি করে। সেনাবাহিনীর পদাতিক দুই সেনাদের ফালিয়াছড়ি উপজেলা পরিষদ সভাপতি ফয়েজুল হাকিমকে তুলে নিয়ে যায়। এলাকা সোনাকান্দাকে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ মনে করা হলেও সেনাবাহিনী ফালিয়াছড়ি ও কুতুবদিয়া থেকে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। ফালিয়াছড়ি থেকে ৭ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায় সেনারা। তাদের মধ্যে ফালিয়াছড়ি উপজেলা পরিষদ সভাপতি ফয়েজুল হাকিম, কুতুবদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মোতালেব, ফালিয়াছড়ি

'জাতিগত নিপীড়নকে শ্রেণী সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না'

মানিকছড়িতে শহীদ মংশে মারমার ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

খাগড়াছড়িতে ৬২তম বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন বন্ধের দাবি

চট্টগ্রাম ইপিজেডে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক হত্যার নিন্দা

বিলাইছড়িতে সেনা কর্তৃক গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দুই সদস্য গ্রেফতার, ইউপিডিএফ অফিসে তালা

লেমুছড়িতে শ্মশানে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করতে সেটেলারদের বাধা